'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List-I 2021)
অনুমোদিততালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত
১৬পৃ. তালিকার (৩১৯ টির মধ্যে) ৩পৃ. ৬০ নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩৬ (ক) সংখ্যা, জুলাই, ২০২১

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২১সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৩৬ (ক) সংখ্যা
জুলাই,২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৩৮.পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপনার প্রভাব: একটি পর্যালোচনা :: রাজেশ দে.....৩৩০
৩৯.বর্ধমান জেলার কৃষিতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের
প্রভাব: স্বাধীনতার প্রথম তিন দশকের একটি পর্যালোচনা।
:: উজ্জ্বল রায় ৩৩৬
৪০.ডিজিটাল রূপান্তরের অন্ধকার দিক এড়িয়ে উচ্চ শিক্ষায়
ই-লার্নিংয়ের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রেফারেন্স ফ্রেমওয়ার্ক
:: মধুসূদন গঁড়াই.....৩৪৭
৪১.ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জাতীয়ভাবের পর্যালোচনা
:: ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য্য.....৩৫৯
৪২.কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কিছু প্রাথমিক ধারণা: পারমানবিক
জগতে পদার্পণ :: ড.সৌগত মুখোপাধ্যায়.... .....৩৬৬
৪৩.লাইব্রেরী পরিষেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রয়োগ
:: মহ. রফিকুল আলম.....৩৭৩
৪৪.প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যে অরণ্য ও উদ্ভিদ
সম্পর্কিত ভাবনা :: ড.অবিনাশ সেনগুপ্ত.....৩৮০
৪৫.ধ্বনিবাদী ও ধ্বনিবিরোধীবাদীগণের তুলনাত্মক আলোচনা
:: মধুমিতা পাল.....৩৮৭
৪৬.জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০:শিক্ষক শিক্ষণের পথনির্দেশিকা এবং স্বতন্ত্র
বি.এড.প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নীতির প্রভাব :: সুশান্ত বরাট.....৩৯৪
৪৭.রুপা-পিভিপি(Ag-PVP)ন্যানোকম্পোজিটের প্লাজমন রেজোন্যান্সের
বর্ণালী পরিবর্তনের জন্য পিভিপি-এর ভূমিকা ::দিলিপ সাও.....৪০৪
৪৮.প্রান্তজনের সুরে উপস্থাপিত পরিবেশ : পরিবেশ
ইতিহাসের আঙ্গিকে অনুসন্ধান :: সোহিনী সিন্‌হা.....৪১১
৪৯.ভারতে আলু চাষের উৎপত্তিগত ইতিহাস:; তুহিনা দে.....৪২১
৫০.বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন পূর্ব জাতীয়তাবাদী রাজনীতির
আদর্শ রূপান্তর:স্থানিক ক্ষেত্র বুড়ুল :: ড.সঞ্জয় ঢালি.....৪২৮
৫১.আধুনিক পুঁজিবাদের বিপরীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
:; ড. অংশুমান শেঠ.....৪৩৩
৫২.পুনর্নবীকরণ শক্তির ব্যবহারে সমগ্র বিশ্বের নিরিখে ভারতের
অবস্থান:পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ:;বিকাশ মণ্ডল.....৪৪৩
৫৩.রক্তকরবী ও রবীন্দ্রনাথ: নাট্যকার যখন মঞ্চনির্দেশক
:: ড.সেখ মোফাজ্জাল হোসেন.....৪৪৮
৫৪.অনুবাদের রূপ-রূপান্তর: বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস
:: ড.রবিন ঘোষ.....৪৫৩
৫৫.কোচবিহার জেলার পরিবহন জালিকার বিবর্তন: একটি
ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ :: দুলন সরকার.....৪৬৪

প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যে অরণ্য ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত ভাবনা

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও ধ্রূপদী সাহিত্যকর্মগুলির প্রায় সবগুলিতেই অরণ্য ও গাছপালার উল্লেখ রয়েছে। অরণ্য ও গাছপালার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ঋষি ও শাসকদের দূরদর্শিতার প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে যে একদা ভারতবর্ষ ঘন অরণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। অরণ্যের পরিবর্তিত গঠন ও তার আয়তনের পরিবর্তনের সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অরণ্যের উপর মানুষের নির্ভরতা এর জন্য প্রধানত দায়ী।

সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই অরণ্য ও তার সঙ্গে সম্পাদিত কার্যকলাপের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। অরণ্যকে মানুষ সম্মান করত এবং বৃক্ষ ও গাছপালাকে কেন্দ্র করে একটা বড় সংখ্যার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে যে, বস্তুগত লাভ এবং ধর্মীয় আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্য মানুষের উচিত গাছকে রক্ষা করা। সেই প্রাচীন যুগে গৌতম বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন মানুষকে গাছ লাগাতে হবে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে রক্ষার প্রয়োজনে। গাছপালা ও অরণ্য নিয়ে প্রাচীন ভারতে গভীর চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের অরণ্য বিভাজনের ধারণা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। অতীত ভারতের মানুষরা আটটি বন বিভাগের কথা ভেবেছিলেন। এই আটটি বনবিভাগগুলি ছিল গজবন এবং এগুলি ছিল ঘন অরণ্য। আটটি বিভাগ হল- ১. প্রাচ্যবন ২. কারুশবন ৩. দশর্ণকবন ৪. বামনবন ৫. কালেশবন ৬. অপরান্তকবন ৭. সৌরাষ্ট্রবন ৮. পঞ্চনদবন। (১)

বৈদিক ঐতিহ্যগুলি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি গ্রাম তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন বনের গাছপালা বা বনের কিছু বিভাগ যেমন মহাবন, শ্রীবন এবং তপোবন গুলো গ্রামে এবং এর আশে পাশে সংরক্ষিত থাকবে। (২) এর মধ্যে মহাবন বা 'মহান প্রাকৃতিক বন' সম্ভবত আজকের 'সংরক্ষিত এলাকা'-এর সমতুল্য।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যে অরণ্য ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত ভাবনা

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও ধ্রূপদী সাহিত্যকর্মগুলির প্রায় সবগুলিতেই অরণ্য ও গাছপালার উল্লেখ রয়েছে। অরণ্য ও গাছপালার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ঋষি ও শাসকদের দূরদর্শিতার প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে যে একদা ভারতবর্ষ ঘন অরণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। অরণ্যের পরিবর্তিত গঠন ও তার আয়তনের পরিবর্তনের সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অরণ্যের উপর মানুষের নির্ভরতা এর জন্য প্রধানত দায়ী।

সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই অরণ্য ও তার সঙ্গে সম্পাদিত কার্যকলাপের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। অরণ্যকে মানুষ সম্মান করত এবং বৃক্ষ ও গাছপালাকে কেন্দ্র করে একটা বড় সংখ্যার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে যে, বস্তুগত লাভ এবং ধর্মীয় আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্য মানুষের উচিত গাছকে রক্ষা করা। সেই প্রাচীন যুগে গৌতম বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন মানুষকে গাছ লাগাতে হবে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে রক্ষার প্রয়োজনে। গাছপালা ও অরণ্য নিয়ে প্রাচীন ভারতে গভীর চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের অরণ্য বিভাজনের ধারণা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। অতীত ভারতের মানুষরা আটটি বন বিভাগের কথা ভেবেছিলেন। এই আটটি বনবিভাগগুলি ছিল গজবন এবং এগুলি ছিল ঘন অরণ্য। আটটি বিভাগ হল- ১. প্রাচ্যবন ২. কারুশবন ৩. দশর্ণকবন ৪. বামনবন ৫. কালেশবন ৬. অপরান্তকবন ৭. সৌরাষ্ট্রবন ৮. পঞ্চনদবন। (১)

বৈদিক ঐতিহ্যগুলি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি গ্রাম তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন বনের গাছপালা বা বনের কিছু বিভাগ যেমন মহাবন, শ্রীবন এবং তপোবন গুলো গ্রামে এবং এর আশে পাশে সংরক্ষিত থাকবে। (২) এর মধ্যে মহাবন বা 'মহান প্রাকৃতিক বন' সম্ভবত আজকের 'সংরক্ষিত এলাকা'-এর সমতুল্য।